মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

১

আমি প্রথমেই এই মহান রাজ্যের 'মা-মাটি-মানুষ'কে নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার আশা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য সেলাম জানাই।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, এই রাজ্যে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। তাতে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলতে বিরাট আকারে অংশগ্রহণ করেছেন। তার জন্য আমরা কৃতার্থ।

আমি এই বাংলার সমস্ত মা বোনেদের শ্রদ্ধা জানাতে চাই, যাদের উদ্দেশ্যে আমরা মাত্র কয়েকদিন আগে 'নারী দিবস' পালন করেছি। সুতরাং এই 'বাজেটটি' অত্যন্ত শুভক্ষণে পরিবেশিত হচ্ছে।

২

২০১২-১৩ সালের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ফলাফল ঃ এই বাংলায় তৈরী হওয়া নতুন দৃষ্টান্ত।

যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক তথ্য আমি উপস্থাপন করতে চলেছি, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে বিগত এক বছরে সর্বক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের

ফলাফল সর্বভারতীয় ফলাফলের থেকে অনেক ভাল এবং এই রাজ্য অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বৃদ্ধি বা কৃষি ও সহযোগীক্ষেত্রে অথবা পরিষেবা বা শিল্প— যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গ ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ভারতবর্ষের গড় বৃদ্ধির হারকে ছাপিয়ে গেছে। আমি এটা বলতে গর্ব বোধ করছি যে, যখন ভারতের বৃদ্ধির হার ২০১২-১৩ সালে ৪.৯৬%, সেখানে আমাদের সবাইকার প্রিয় এই বাংলার বৃদ্ধির হার ৭.৬% (আগাম হিসেব অনুযায়ী)। যখন কৃষি ও সহায়ক ক্ষেত্রে ভারতের বৃদ্ধির হার ১.৭৯%, আমাদের প্রিয় বাংলার বৃদ্ধির হার ২.৫৬% । যদি শিল্পের কথা ধরা হয়, সেই একই আশাব্যঞ্জক প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। যেখানে ভারতের শিল্পের অগ্রগতির হার ৩.১২%, সেখানে বাংলার বৃদ্ধির হার ৬.২৪%। পরিষেবার ক্ষেত্রেও ভারতের বৃদ্ধি ৬.৫৯% আর আমাদের প্রিয় বাংলার বৃদ্ধির হার ৯.৪৮%। সরকারীভাবে স্বীকৃত এটাই হল বাস্তব তথ্য, যা Central Statistical Organization এবং Bureau of Applied Economics & Statistics থেকে প্রাপ্ত। এই তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গ পরিবর্তনের পথে চলেছে। এই মুহূর্তে আমার মনে আসছে কাজী নজরুল ইসলামের সেই গানটি—

“চল চল চল
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরনীতল
অরুণপ্রাতের তরুণদল
চল রে চল রে চল”

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের জনগণের ৭০% বাস করেন গ্রামাঞ্চলে এবং বর্তমান তথ্য অনুযায়ী সেখানেই সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন ঘটেছে। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে কৃষি ও সহায়ক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার নেমে গিয়েছিল মাইনাস ০.৭৪%, যা সত্যিই লজ্জাজনক। আমরা যখন ২০১১-১২ আর্থিক বছরে মহাকরণে এলাম সেই আর্থিক বছরে ১০ মাসের মধ্যে কৃষি ও সহায়ক ক্ষেত্রে উন্নয়নের নিম্নগামী গতিকে ঊর্ধ্বমুখী করতে পেরেছি এবং বৃদ্ধির হার ১.৮৪% পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছি।

বর্তমান বছরে এ পর্যন্ত কৃষি ও সহায়ক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫৬%। আমাদের শস্যভান্ডার আজ উপচে পড়ছে। পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমি সেই সঠিক তথ্য তুলে ধরছি।

আগের বছর অর্থাৎ ২০১১-১২ সালে এই সরকারের চাল সংগ্রহের মোট পরিমাণ ছিল ২০.৫ লক্ষ মেট্রিক টন—যা একটি সর্বকালীন রেকর্ড। এ বছর, খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২২ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আমি নিশ্চিত, এই লক্ষ্যমাত্রায় আমরা পৌঁছতে পারবো।

অন্য বড় অগ্রগতি হল, এই রাজ্যের অধঃপতিত কর্মসংস্কৃতিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা। ২০০৭ থেকে ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে শ্রম দিবস নষ্টের বাৎসরিক গড় ছিল ৭৬.৪ লক্ষ দিন। এ বছর শ্রমদিবস নষ্টের পরিসংখ্যান কমে দাঁড়িয়েছে ৫২০২ দিনে। এই সাফল্যের জন্য আমি এই বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ জানাই এবং অভিনন্দন জানাই শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এরাজ্যে নতুন করে কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তার অনমনীয় দৃঢ়তা দেখানোর জন্য।

আশা করি, আমি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পেরেছি যে যাঁরা সবসময় নেতিবাচক ও ভিত্তিহীন কথা বলছেন, তাঁরা রাজনৈতিকভাবে

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যাঁরা আজ তাঁদের যুগযুগ ব্যাপী অপকর্ম লুকোনোর চেষ্টা করছেন তাদের উদ্দেশ্যে মহাকবি গালিবের একটি শায়েরি আমি উল্লেখ করতে চাই। এটি এই বিধানসভার আমার একজন সহযোগী ও লোকসভার একজন সদস্য আমায় বলেছেন —

উমর ভর্ গালীব
ইয়ে ভুল করতা রাহা
ধুল চেহেরে পার্ থী
ওর আয়না সাফ্ করতা রাহা।

৩

এই বছর রাজস্ব সংগ্রহে অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং বিগত বামফ্রন্ট সরকারের চাপিয়ে দেওয়া 'ঋণের ফাঁদে'র ধারাবাহিক প্রতিবেদন ঃ

প্রথমেই আমি এই অর্থবর্ষের আরো কয়েকটি ইতিবাচক ফলাফলের কথা বলতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক কর সংস্কারের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তার প্রশংসা আজ সারা ভারত জুড়ে। সংস্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গ আজ বহু ক্ষেত্রেই দেশের মধ্যে ১ নং স্থানে পৌঁছে গেছে। বিশেষ করে বলতে হবে যে, কোনও রাজ্যই ডি-ম্যাট পদ্ধতিতে ভ্যাট সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করতে পারেনি। এই বিপুল সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারের প্রশ্নহীন সততার কথা। আজ পশ্চিমবঙ্গে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য কোনও ঘুরপথে আঁতাত কল্পনাও করা যায় না। সততা ও ই-গভর্নেন্সের স্বচ্ছতার মাধ্যমে এই অর্থবর্ষে আমরা রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিলাম ২৫ শতাংশ হারে। শুনে খুশি হবেন যে এই মাত্রা ছাপিয়ে আমরা প্রায়

৩০ শতাংশ হারে পৌঁছতে পেরেছি (Revised Estimate অনুযায়ী ২৯.৯৪%), যেটা ইতিহাসে কোনদিন সম্ভব হয়নি। এটি একটি রেকর্ড হবে। এই অর্থবর্ষে আমরা লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিলাম যে ৩১,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করতে পারবো (২৫ শতাংশ বৃদ্ধির হার ধরে)। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে Revised Estimate অনুযায়ী আমরা কর সংগ্রহের পরিমাণ সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৩২,০০০ কোটি টাকাও পেরিয়ে যাবো। এটাও একটি সর্বকালীন ঐতিহাসিক রেকর্ড।

আমি একথাও উল্লেখ করতে চাই যে বিগত ১৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমাদের রাজ্য Tax-GDP Ratio ৫ শতাংশের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার মুখে। আমি বাংলার বাণিজ্যিক সম্প্রদায়কে এর জন্য অভিনন্দন জানাই।

আমাকে একথা উল্লেখ করতেই হবে যে মাত্র দুবছর আগে বামফ্রন্টের শাসনের শেষ বছরে রাজ্য মাত্র ২১ হাজার কোটি টাকা 'নিজস্ব রাজস্ব' (Own Tax) সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাত্র ২ বছরের ভেতরেই রাজ্য আরও অতিরিক্ত ১১ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছে। এটাই হচ্ছে উদ্দীপ্ত পরিবর্তনের চিহ্ন। সততা ও স্বচ্ছতার প্রতীক।

দুঃখজনক ঘটনা এটাই যে আমাদের রাজ্যের কোষাগারে এই অর্থবর্ষে যখন ৩২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব জমা পড়ছে, তখন বিগত বামফ্রন্ট সরকারের চাপিয়ে দেওয়া ২ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল ঋণের কারণে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরাসরি কেটে নিচ্ছে ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আজ সি পি আই (এম) ও তাদের সহযোগীদের বেহিসেবী খরচ ও আর্থিক অনাচারের দায়ভার বহন করতে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে ঋণের ফাঁদের মারাত্মক ছবি যা থেকে তৈরী হয়েছে এক অশুভ চক্র।

এই পর্বে আরও একটি দুঃখজনক অধ্যায় হল এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা। কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝাকে ক্রমশ বৃদ্ধিতে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তার বিস্তারিত বিবরণ আমি গত বছরে দিয়েছিলাম।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা আরও দুঃখজনক যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ও আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে উচ্চতম পর্যায়ে কমপক্ষে দশটি মিটিং করেছি, যাতে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের স্বার্থে এই ঋণের ফাঁদ থেকে মুক্তির উপায় বের করা যায়। কিন্তু কিছুই হয়নি।

একই সঙ্গে আমরা এটা জেনে মর্মাহত যে যখন ৯ কোটি মানুষকে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে জর্জরিত করা হয়েছে, তখন ভারত সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (আই.এম.এফ.)-কে ইউরোজোন অর্থাৎ গ্রিস, স্পেন ও পর্তুগালের আর্থিক সংকট দূর করার জন্য ৫০,০০০ হাজার কোটি টাকা (১০বিলিয়ন ডলার) প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। এটা সত্যিই দুঃখ্যজনক।

বিগত ২০ মাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান বাজেটটি অত্যন্ত সুচারুভাবে তৈরী করা হয়েছে। উন্নয়নের যে অগ্রগতির কথা আমি পূর্বে তথ্যের মাধ্যমে বলেছি তাকে ভিত্তি করে বৃদ্ধির নতুন নতুন পথের দিশা পাওয়া যাবে।

এই বছরে আমাদের বিভিন্ন সাফল্যের উপরে ভর করে রাজ্যের বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি মুক্ত হয়ে মূল স্রোতে এসে মিলিত হচ্ছে।

আমাদের রাজ্যের চরম অবহেলিত অথচ যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ তপশিলী জাতি/উপজাতি ও ওবিসি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলিকে নতুন উদ্যমে আত্মপ্রকাশে সহায়তা করা হবে।

এই সরকার বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে গরীব মানুষ, মহিলা, শিশুকন্যা ও মায়েদের উন্নতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে।

এই রাজ্যের দ্রুত উন্নতি ও সার্বিক উন্নয়নের দিশা সামনে রেখে আমাদের এই 'মা মাটি মানুষে'র সরকারের ২০১৩-১৪ বছরের বাজেট তৈরি করা হয়েছে।

৪। কৃষি অর্থনীতির উন্নতিসাধন

৪.১। কৃষি

পূর্বের বাজেটে আমি কৃষির ক্ষেত্রে কৃষিপ্রদর্শন কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছিলাম। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে এই গুরুত্বপূর্ণপ্রচেষ্টার আওতায় ৩,২৪,২৬১ একর জমিতে প্রায় ৬৬২টি প্রদর্শন কেন্দ্রে কাজ চলছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নিজ উদ্যোগে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপ্তি ঘটানোর প্রয়াস নিয়েছিলেন। ২০১২-১৩ সালে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের লক্ষ্যমাত্রা ১০ লাখ নির্ধারিত হয়েছিল। আমরা এই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করবো। প্রকৃতপক্ষে বিগত দু-বছরের মধ্যে ১৪.৫ লক্ষ KCC কৃষকদের বিলি করা হয়েছে যা একটি রেকর্ড। ডিসেম্বর ২০১২-তে কৃষি দপ্তর একটি নতুন প্রকল্পের সূত্রপাত করেছে যা আমাদের কৃষকদের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। কৃষি পাম্প-সেট-এর বৈদ্যুতীকরণের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৩১,১২৫ জন কৃষককে এককালীন সহায়তা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই খাতে ২৪.৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

৪.২। কৃষি বিপণন

কৃষি বিপণনের ক্ষেত্রে আপনারা জেনে খুশী হবেন যে ২০১২-১৩ সালে

৯৫টি ব্লকে RIDF-XVIII এবং RKVY তহবিলের অধীন ৫৩৬.৬ কোটি টাকার অনুমোদিত ব্যয়ে ৯৫টি কৃষক বাজার তৈরী হতে চলেছে। আমরা কৃষি বিপণনকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই।

অতএব, আমি পরের আর্থিক বছরে কৃষি দপ্তরের ক্ষেত্রে ৫৮৫ কোটি টাকা এবং কৃষি বিপণন দপ্তরের ক্ষেত্রে ১৮১ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩। খাদ্য সুরক্ষা : খাদ্য ও সরবরাহ

গত বাজেটে আমি এই সভায় গণবণ্টন ব্যবস্থাকে (PDS) ঢেলে সাজানোর আশ্বাস দিয়েছিলাম। এর একটি প্রধান উপাদান ছিল সংগৃহীত খাদ্যশস্যের জন্য গুদামের ঘাটতি মেটানো।

RIDF XVII এবং XVIII প্রকল্পের আওতায় ৩৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত করার উপযোগী গুদামঘর নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়াও, PEG প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ১,০০,৫০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুতের জন্য গুদামঘর নির্মাণের কাজ চলছে। অতএব, এই অর্থবর্ষে আমরা ৪.২৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুতের উপযোগী গুদামঘর নির্মাণের মাধ্যমে আর একটি রেকর্ড গড়তে চলেছি।

গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে, বিপন্ন উপজাতিদের, আয়লায় বিধ্বস্ত মানুষদের, বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের ও পাহাড়ে গণবণ্টন ব্যবস্থার জন্য প্রতি সপ্তাহে ইউনিট পিছু ২ টাকা কেজি দরে চাল এবং ৫ টাকা কেজি দরে ৭৫০ গ্রাম প্যাকেট আটা দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের ৩৪.৪৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

স্যার, আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমরা কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকে ৭৭.২৫ লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড চিহ্নিত করে বাতিল করেছি।

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর ২০১৩-১৪ সালে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি জেলায় নিজস্ব ২৫টি অফিস নির্মাণ করবেন। ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন খাদ্য ভবনও নির্মাণ করবেন। ৬০টি সরকারী গুদাম কম্পুটারাইজড্ হবে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে। আগামী বছরের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হবে কম্পুটারাইজেশনকে দপ্তরের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে ১২০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প- প্রস্তাব ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে যার ৫০% (৬০ কোটি টাকা) রাজ্য সরকার ব্যয় করবে।

অতএব, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে আমি খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের খাতে ১১৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৪। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন

পশ্চিমবঙ্গ আজ ফল ও সবজিতে দেশের মধ্যে বৃহত্তম উৎপাদনকারী। সেই কারণে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের দ্রুতপ্রসার প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

একগুচ্ছ প্রকল্পের উন্নয়ন, ছোট ফুড পার্ক ও টার্মিনাল কমপ্লেক্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। ১২টি হর্টিকালচার (Horticulture) শস্যকে শস্যবীমা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মালদা জেলার আম বাগানের পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় আনারস চাষের উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্পের অনুমোদন করা হয়েছে।

১৪টি জেলাকে 'ন্যাশনাল হর্টিকালচার মিশনের' আওতায় আনা হচ্ছে। আম, পেয়ারা ও লিচুর জন্য ৫,০৯৮.০৮ একর জমি, কলা জাতীয় ফলের জন্য ৩,৫৭৩.০৪ একর জমি এবং ফুল চাষের জন্য ২,০০৪.০২ একর জমি এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

২০১৩-১৪ সালে পিপিপি মডেলে আমরা স্থাপন করতে চলেছি একটি সুসংহত মিনি ফুড পার্ক, একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প (CDP) এবং প্যাকেজিং ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (PDC)।

পরবর্তী আর্থিক বছরে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের জন্য ৮১.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৫। প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর

গ্রামীণ এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ধারণের ও কাজকর্মের সৃষ্টিতে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে বিশেষ গো-সম্পদ বিকাশ অভিযান ৫৭টি ব্লক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০০টি ব্লকে হয়েছে।

দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই রাজ্য ২০১২-১৩-র জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সর্বমোট ৯.৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭টি গবাদি পশুর হাসপাতালের সংস্কার সাধন এবং ৩২টি নতুন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৮.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মেদিনীপুরে একটি নতুন পোলট্রি ফার্ম চালুর কাজ সমাপ্তির পথে।

প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের খাতে আমি বাজেটে ২০৯.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

৪.৬। মৎস্যচাষ

সারা দেশের মধ্যে এই রাজ্য মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

মাছ চাষীদের সুরক্ষা ও কল্যাণের কথা মাথায় রেখে ২.৫৬ লক্ষ মাছ

চাষীর জন্য বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ১.৪৭ লক্ষ মাছ চাষীদেরকে ইতিমধ্যেই কার্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসরকার মাছধরা নৌকাগুলির রেজিষ্ট্রেশন ও 'ডিসট্রেস এলার্ট ট্রান্সমিটার' (DAT) যন্ত্র সরবরাহ করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ৮,৭৩০টি 'মাছধরা নৌকা' নথিভুক্ত হয়েছে এবং ১,০০০টি DAT বিতরণ করা হয়েছে।

কাকদ্বীপ বন্দরের প্রবেশখালের উন্নতিকল্পে ২৬ কোটি টাকা ও পেটুয়াঘাট বন্দরে ৪.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বরফকল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ৪.৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দীঘা মোহনায় বরফকল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মির্জ্জাপুরে ২.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মাছের বাজার নির্মানের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে।

আমি মৎস্য দপ্তরের খাতে বাজেটে ১৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব রাখছি।

৪.৭। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ

মাননীয় সদস্যগণ, গ্রামোন্নয়ণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে যে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন তার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ২০১২-১৩ তে MGNREGA রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই রাজ্য এখন দেশের প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। ইতিমধ্যেই জেলাগুলি ৩,০০০ কোটি টাকা এই খাতে খরচ করেছে। আশা করছি চলতি বছরে আমরা ৪,০০০ কোটি টাকারও বেশী খরচ করতে পারবো। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট ১০০ দিনের শ্রমদিবসের অতিরিক্ত শ্রমদিবস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আমরাপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের বাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে IAY প্রকল্প ছাড়া রাজ্য সরকারের কিছু নিজস্ব প্রকল্প আছে যেমন 'গীতাঞ্জলি' এবং 'আমার ঠিকানা'। ২০১২-১৩ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে একটি বিশেষ অগ্রণী প্রকল্প— 'অধিকার' চালু হয়েছে।

PMGSY হল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যা আমাদের সরকার সক্রিয়ভাবে কার্যকর করেছে। চলতি আর্থিক বছরে সরকার ৬,১৪৩.৯৮ কিলোমিটার যোগাযোগের জন্য নতুন গ্রামীণ সড়ক এবং তার সংস্কার বাবদ ৩,৪৮৩.১৭ কোটি টাকার অনুমোদন লাভ করেছে। এছাড়া ৬,১৭০.৫ কিলোমিটার সড়কের জন্য ৩,১৬৮.৪৮ কোটি টাকার একটিপ্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে ২০১৩-১৪র মধ্যে আমরা ৩,০০০ কিলোমিটার -এরও বেশী সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে পারবো।

সোশিও ইকোনমিক কাস্ট সেন্সাসের (SECC) কাজ শেষ করার ক্ষেত্রেও এ রাজ্য সারা দেশের মধ্যে অগ্রণী। আমার বিশ্বাস যে ত্রুটিপূর্ণ বি.পি.এল. তালিকার সমস্ত অভিযোগের ভবিষ্যতে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

রাজ্য সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে আমি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে ২,৯৯০.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

৪.৮। সেচ ও জলবন্টন

২০১২-১৩ অর্থবর্ষে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের কাজে গতি এসেছে।

আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবন অঞ্চলের বহু জায়গায় বাঁধের পূনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে এবং আশা করা যায় যেপ্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের কাজও শেষ হবে।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কেলেঘাই কপালেশ্বরী বাঘাই নদীর জল নিকাশের প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এই অঞ্চলের প্রধান নদী কেলেঘাই-এর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে ১০২.১ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশের সংস্কারের কাজ শেষ করা যাবে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতেও প্রায় ৩৩ কোটি টাকা প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে।

কলকাতার মেট্রোপলিট্যান এলাকার অন্তর্গত বেলেঘাটা খাল, আপার ও লোয়ার বাগজোলা খাল ও টালিনালা খালের পুনরুজ্জীবনের কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে – যার আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১১.৩২ কোটি, ৬৮ কোটি, ১০৮.৪৬ কোটি ও ১৩.০৬ কোটি টাকা।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদীর সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে যার আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৩১.১৫ কোটি টাকা।

সেচ দপ্তরের খাতে আমি বাজেটে ১,৭২৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

৫। সামাজিক পরিকাঠামো

৫.১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

সম্মানীয় সদস্যগনের অবগতির জন্য জানাই যে ২০১২-১৩ সালে বসিরহাট, ডায়মন্ডহারবার, বিষ্ণুপুর, রামপুরহাট, নন্দীগ্রাম, ঝাড়গ্রাম ও আসানসোলে মোট ৭টি ‘স্বাস্থ্যজেলা’ গঠিত হয়েছে এবং এগুলি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।

রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার কমাবার লক্ষ্যে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বৃহৎসংখ্যায় সিক নিউ বর্ণ কেয়ার ইউনিট (SNCU),

সিক নিউ বর্ণ স্টেবিলাইজেশন্ ইউনিট (SNSU), নিউ বর্ণ কেয়ার কর্ণার (NBCC) ও শিশু চিকিৎসা বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে।

ওষুধ সংগ্রহ ও বন্টনের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে "স্টোর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন্ সিস্টেম" নামে একটি ওয়েব-নির্ভর সফট্ওয়ার চালু করা হয়েছে যা ওষুধ সংগ্রহ ও বিলিবন্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে সাহায্য করবে। এই উদ্যোগকে ভারতের প্ল্যানিং কমিশন "বেস্ট প্র্যাকটিস" নামে অভিহিত করেছে।

রাজ্যসরকারও সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে (পি.পি.পি.)প্রধান প্রধান সরকারি হাসপাতালে ও জেলা হাসপাতালে "ফেয়ারপ্রাইস মেডিসিন্ শপ্" (FPMS) চালু করার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। অনেকগুলি "ফেয়ার প্রাইস মেডিক্যাল শপ্" ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে এবং প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন দোকান চালু হচ্ছে। এই সকল দোকান থেকে রুগীর ওষুধ কেনার সময় MRP মূল্যের চাইতে ৪৮ থেকে ৬৭ শতাংশ পর্যন্ত কম দামে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অ্যাক্রেডিটেড সোশাল হেল্থ অ্যাকটিভিস্ট (ASHA)-দের নিঃস্বার্থ সেবার কথা মাথায় রেখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে 'আশার' প্রতিনিধিদের কাজ ভিত্তিক রোজগারের উপর অতিরিক্ত ১,৩০০ টাকা মাসে স্থায়ী অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ, দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘ কয়েকটি দশকের অবহেলার পর স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতির এক বিপুল ও স্থায়ী উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

আমি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর খাতে ১,২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২। বিদ্যালয় শিক্ষা

২০১২-১৩ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার ৩৫৬টি নতুন উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৪০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। সরকার ৪৯৪টি মাধ্যমিক-বিদ্যালয়কে উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও ৬২টি জুনিয়র হাই স্কুলকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করেছে। জঙ্গলমহল ব্লকে রাজ্য সরকার ৩৪টি বালিকাদের হস্টেল তৈরির কাজে হাত দিয়েছে।

আমার আরো বলতে ভাল লাগছে যে, ৩৯,৫৫৯ প্রাথমিক শিক্ষক, ৩৯,৫১০টি উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষক, ১৪,৭৪৫টি মাধ্যমিক শিক্ষক এবং ২,০০০টি উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের কাজ চলছে। এছাড়া জঙ্গলমহলের ব্লকগুলির জন্য সাঁওতালী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের জন্য ১,০২৩ জন প্যারা টিচার নিয়োগ করা হয়েছে।

২০১২-১৩ সালে রাজ্য সরকার ১,১৩৩টি নতুন বিদ্যালয় ভবন, ১০,০৯২টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ, ২৮৪টি পরিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা, ৬৬০টি শৌচাগার এবং ৪,৬২৪টি মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগার নির্মাণ করেছেন।

২০১৩-১৪ সালে আরও ৫০০টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। প্রায় ৫০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হবে।

পরবর্তী অর্থবর্ষের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার খাতে আমি ৩,২০৩.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

৫.৩। উচ্চ শিক্ষা

২০১২-১৩ আর্থিক বছরে সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বারাসাত ও কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরিকাঠামো উন্নয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শালবনী, ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম ও লালগড়ে মহিলাদের কলেজ সহ, চারটি নতুন সাধারণ ডিগ্রী কলেজ তৈরি হয়েছে। এই আর্থিক বছরে কুচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমানে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, ডায়মন্ড হারবারে মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য রাজারহাট নিউ টাউনে জমি দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উচ্চ মানের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগকে স্বাগত জানাবে।

আগামী আর্থিক বছরে আমি উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে ২৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৫.৪। কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

কারিগরি, বৃত্তিশিক্ষা ও দক্ষতা বাড়ানোর শিক্ষা বিষয়ে, এই সরকার বিশেষভাবে নজর দিচ্ছেন। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্বল্প-মেয়াদী বৃত্তিশিক্ষার জন্য (STVT) ১২০টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির জন্য ৫টি ITI ও ৯টি দক্ষতাবৃদ্ধিকারি কেন্দ্র (SDCs) বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে।

রাজারহাটের কাছে নিউটাউনে ‘রাজ্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ নির্মাণের কাজ শেষের পথে। এই কেন্দ্রই হবে রাজ্যের বৃত্তিশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

বিগত বাজেটের সময় আমি ঘোষণা করেছিলাম যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য

"কর্মশিক্ষা প্রকল্প" নামে একটি নতুন স্কীম চালু করা হবে। এখন আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে রাজ্যের প্রায় ২০০টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই স্কীম চালু করা গেছে।

আগামী অর্থবর্ষের জন্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের খাতে ৪৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য প্রস্তাব রাখছি।

৫.৫। মহিলা ও শিশুকল্যাণ

রাজ্যসরকার "ওয়েষ্টবেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন ফর চাইল্ড রাইটস্ রুলস, ২০১২" নামক নিয়মাবলি তৈরি করেছে। মহিলা কল্যাণ ও মহিলাদের অধিক ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টিকে মাথায় রেখে আমাদের সরকার "স্টেট রিসোর্স সেন্টার ফর ওমেন" (SRCW) নামক একটি সংস্থা তৈরি করেছেন।

কিশোরীদের জন্য SABLA প্রকল্প জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদা, নদীয়া, কলকাতা ও পুরুলিয়া এই ৬টি জেলায় পুরোদমে চালু আছে।

রাজ্য সরকার আরো ১৬০টি নতুন আই.সি.ডি.এস. প্রোজেক্ট শুরু করতে চলেছেন। সর্বমোট ১,০৮৭টি সু-সজ্জিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষেই আরো ১,৯১৯টি সম্পূর্ণ সু-সজ্জিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

শিশু কল্যাণ এবং মহিলা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের খাতে আগামী অর্থবর্ষে যথাক্রমে ১,০২৩ কোটি ও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৫.৬। শ্রমিক কল্যাণ

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২৬-শে জুলাই একটি অদ্বিতীয় এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক উদ্‌ঘাটন করেন যার বৈশিষ্ট্য হল কর্মপ্রার্থী ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক

মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা। আজ অবধি ৯৪,০০০ কর্মপ্রার্থী উৎসাহের সঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম নথিভুক্ত করেছে।

SASPFUW প্রকল্পের অন্তর্গত নথীভুক্ত উপভোক্তাদের সামাজিক মুক্তিকার্ড প্রদান করা হয়েছে। সকল সুবিধা প্রদানকারী প্রকল্পগুলিকে এখন সামাজিক মুক্তিকার্ডের আওতায় আনা হচ্ছে।

একটি বড় প্রচেষ্টার মাধ্যমে ৪,৬৭,৩০২ জন নতুন উপভোক্তাকে SASPFUW প্রকল্পে নথীভুক্ত করা হয়েছে। এখানেও রাজ্য সরকার তার অনুদান বাড়িয়ে প্রতি মাসে ৩০ টাকা করেছে। যদিও শ্রমিকরা এখনও ২৫ টাকা হারে জমা রাখছেন।

২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে আমি শ্রম দপ্তরের খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৫.৭। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ

প্রতিটি জেলাতে ছাত্র ও যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় অনেক অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে রাজ্য স্তরের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্ব যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী স্মরণে সারা রাজ্যে "বিবেক মেলা"র আয়োজন করা হয়েছে। স্বামীজী স্মরণে দুটি পুরস্কারও ঘোষনা করা হয়েছে। এছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য বরেণ্য মানুষদের জন্ম দিবস রাজ্য জুড়ে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

মাননীয় সদস্যগণ, "গ্রামীণ ক্রীড়া কেন্দ্র" ও "মিনি ইন্ডোর কমপ্লেক্স" নির্মাণ করা হয়েছে। বহু ক্লাবকে খেলাধূলার সামগ্রী এবং মাল্টিজিমের সরঞ্জাম কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

শালবনী, ঝাড়গ্রাম এবং নয়াগ্রামে স্টেডিয়াম নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ

শুরু করা হয়েছে। বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৮.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ফ্লাড লাইট' স্থাপনের কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। পুরুলিয়া জেলায় ক্রীড়াবিদদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে একটি বহুমুখী স্পোর্টর্স কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

আগামী আর্থিক বছরের জন্য ক্রীড়া দপ্তরকে ১১৩ কোটি ও যুব কল্যাণ দপ্তরকে ১২০ কোটি টাকা পরিকল্পনাখাতে বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব রাখছি।

৫.৮। তথ্য ও সংস্কৃতি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২টি চলচ্চিত্র ও প্রমোদ নগরীর পরিকল্পনা নিয়েছেন—একটি উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রামে এবং অন্যটি কলকাতার কাছে উত্তরপাড়ায়। জমি চিহ্নিতকরণ হয়ে গেছে এবং ট্রানজ্যাকশন এ্যাডভাইসর (Transaction Advisor) ইতিমধ্যে পিপিপি পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের শুভ সূচনা হয় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ৬২ টি দেশের ২০০টি চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

এই বছর দ্বিতীয় কলকাতা আর্ন্তজাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ১নং টেকনিশিয়ান স্টুডিও সংস্কার করা হয়েছে এবং একটি নতুন শুটিং ফ্লোর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

নাটক, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সাংস্কৃতিক উৎকর্ষকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে চারটি নতুন পুরষ্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। বঙ্গবিভূষণ, বঙ্গভূষণ, মহাসঙ্গীত সম্মান এবং মহানায়ক সম্মান দিয়ে আমাদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগতের তারকাদের এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের সম্মানিত করা হয়েছে।

প্রচলিত লোকসংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই বছর ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রা ভবনকে সংস্কার করা হয়েছে। রাজ্য সঙ্গীত এ্যাকাডেমীর একটি বড় অংশে সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলা সঙ্গীত মেলা এবং যাত্রা উৎসবের পরিধিও বাড়ানো হয়েছে।

বসুমতী কর্পোরেশনকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং বসুমতী ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অতএব, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে আমি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের খাতে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৬। পরিকাঠামো

৬.১। পানীয় জল

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে বহু পানীয় জলপ্রকল্প ইতিমধ্যে রূপায়িত হতে চলেছে। বাঁকুড়া জেলায় একটি ১,০১১.১২ কোটি টাকারপ্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে যা ৩০ লক্ষেরও (৩০.১৫ লক্ষ) বেশি মানুষকে উপকৃত করবে।

পুরুলিয়া জেলাতে ১,১৭৩.০২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রযুক্তিগতভাবে ছাড়পত্র পেয়েছে যা ১৫ লক্ষেরও (১৫.১৪ লক্ষ) বেশি পুরুলিয়া নিবাসীকে উপকৃত করবে। আমাদের কর্মকুশলতার জন্য জাপানের JICA পুরুলিয়া জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ৯৫৪.৬৩ কোটি টাকার 'সফট লোন' (soft loan) প্রদানে সম্মত হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ১,৩৩২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূপৃষ্ঠে জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে যা প্রায় ৩৩ লক্ষ (৩২.৮৯ লক্ষ) মানুষকে সুবিধা দান করবে।

হরিণঘাটার আর্সেনিক কবলিত এলাকায় ১১৮.৯ কোটি টাকার ভূপৃষ্ঠে জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে যা ৩ লক্ষেরও বেশি (৩.১৬ লক্ষ) লোককে উপকৃত করবে। একই রকমভাবে মুর্শিদাবাদে ২৯০.৭২ কোটি এবং রঘুনাথগঞ্জে ৫১.০৮ কোটি টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে যথাক্রমে ৮ লক্ষ (৮.৬৪ লক্ষ) এবং ২ লক্ষ (১.৮২ লক্ষ) লোক উপকৃত হবে।

চাকদহে আর্সেনিক কবলিত এলাকায় ১০১.৯৮ কোটি টাকার জল সরবরাহ প্রকল্পটি খুব তাড়াতাড়ি পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হবে। এই প্রকল্পটি ৩.৩৮ লক্ষ মানুষকে জল সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

আমরা গ্রামীণ স্কুলগুলিতে পানীয় জলের সরবরাহে বিশেষ নজর দিচ্ছি। ডিসেম্বর, ২০১২-র মধ্যে ৯২৩টি স্কুলকে এই অত্যাবশ্যক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া গেছে।

অতএব, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে আমি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের খাতে ৯১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৬.২। পরিবহন

এই অর্থবর্ষেই 'নাগেরবাজার ফ্লাইওভার' (Phase-I) এবং বেকবাগান ফ্লাইওভার জনগণের ব্যবহারের জন্য চালু করা হয়েছে।

কসবায় পাবলিক ভেহিকল্ দপ্তরের অধীনে একটি নতুন ইউনিট খোলা হয়েছে এবং ৬টি নতুন ও অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহন দপ্তর (ARTO) তাদের কাজ শুরুকরেছে।

বিগত বাজেটের সময় আমি রাজ্যের পরিবহন সংস্থাগুলির দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলাম। আপনারা জেনে খুশি হবেন, ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ

কোম্পানী (CTC) ও ওয়েষ্টবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের (WBSTC) ও ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (CSTC)-র সংযুক্তিকরণের কাজ চলছে। সাধারণ জনগন ও কর্মচারীবৃন্দের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সরকার এই দুরূহ কাজের যথাযথ নির্দেশিকা ঠিক করবেন।

এটা সবাই জানেন যে রাজ্য পরিবহন দপ্তরের ডিপোগুলি বহুদিন অযত্নের শিকার হয়ে রয়েছে যদিও তাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যবহৃত জমি রয়েছে। এই কথা মাথায় রেখে সরকার চিন্তা করছেন যে কিভাবে ঐ অব্যবহৃত জমিকে পরিকল্পিত পথে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায়।

আমি আগামী ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে পরিবহন খাতে ৩৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৬.৩। সড়ক পরিকাঠামো

এই বছর ৫২০ কোটি টাকা ব্যয় করে ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলার ১,০৪৬ কিলোমিটার জেলা-সড়ক প্রসারিত করা হয়েছে।

এই বছর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি প্রধান সেতু নির্মাণ হয়েছে। এছাড়া ৩০টি রোড ওভারব্রিজ (ROB) নির্মাণের কাজ চলছে।

সুবর্ণরেখা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ এবং কাজী নজরুল ইসলাম এভিন্যুতে (ভি.আই.পি. রোড) ২ কিলোমিটার এলিভেটেড করিডোর (elevated corridor) নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।

নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সড়ক উন্নয়ণ নিগম, RITES -কে নিযুক্ত করেছে রাজ্য সড়কের উন্নয়ণের সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখার জন্য। কিছু দিনের মধ্যেই এই নিগম ডানকুনি থেকে চন্দননগর অংশটির (দিল্লী রোড) 'ফোর লেনিং' (4 Laning)-এর কাজ EPC-র মাধ্যমে শুরু করতে চলেছে।

আগামী আর্থিক বছরে পূর্ত দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে আমি ৮৯৫.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৬.৪। ভূমি ও ভূমি সংস্কার

একটি নতুন রাজ্য প্রকল্প পরিকল্পনা -'নিজগৃহ নিজভূমি' চালু হয়েছিল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলিকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। ২০১২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৯৪টি পরিবারকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি।

ন্যাশনাল ল্যান্ড রেকর্ডস মর্ডানাইজেশন প্রোগ্রাম (NLRMP) এর অন্তর্গত একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের সঙ্গে ভূমি দপ্তরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গেই সম্পূর্ণ হয়েছে হাওড়াতে। এর ফলে যেমন একদিকে স্বচ্ছতা এসেছে, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের স্বার্থও সুরক্ষিত হচ্ছে।

আমি আগামী অর্থবর্ষে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের জন্য ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬.৫। বিদ্যুৎ

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের আওতায় রাজ্যের গ্রামীণ পরিবারগুলিকে আনার জন্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাজ্যের ১৪টি জেলার ২৪,৭৮১ টি গ্রামে RGVVY প্রকল্পের অধীন বৈদ্যুতিকরণ সম্ভবপর হবে। এর মধ্যে ২৩.২৩ লক্ষ বি. পি. এল. তালিকাভুক্ত পরিবার থাকবে।

WBREP-র অর্ন্তগত ১১,৮৬৭টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের কাজ মার্চ ২০১৩-র মধ্যে সম্পন্ন হবে, যার মধ্যে ৮.৪৩ লক্ষ বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত পরিবার থাকবে।

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত রাজ্যের ৩২,০৮১টি গ্রামের মধ্যে মোট ২৬,৯২০টি গ্রামের বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে।

১১টি পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে পারিবারিক বৈদ্যুতিকরণের ১১টি প্রকল্পের কাজ জোরকদমে চলছে। ২৮,২১৪টি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, দূর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড (DPL)-কে ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৮নং ইউনিটটি নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ র মধ্যে চালু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাণ্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৫নং ইউনিটের সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। সাগরদিঘীর ৩ এবং ৪ নং ইউনিট দুটি নির্মাণের কাজ (প্রত্যেকটি ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন) ২০১৪-১৫ সালে চালু হয়ে যাওয়ার আশা রাখি।

আগামী আর্থিক বছরে আমি বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে ১,১১৬.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৬.৬। নগর উন্নয়ন

২০১২-১৩ অর্থবর্ষে টালা-পলতার প্রধান জল ও বিদ্যুতের লাইন, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল এলাকার বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং পি. ডব্লিউ. ডি. রোড ও বি. টি. রোডের সংযোগস্থলে ডানলপের সংযোগকারী রাস্তার সংস্কার ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবর্ষেই ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটির (NGRBA) কাজ শুরু হয়েছে। সর্বমোট ৬৫৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭টি প্রোজেক্টের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার একটি নতুন "গঙ্গাসাগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" গঠন করেছেন।

IHSDD, UIDSSMT, JNNURM ইত্যাদি ছাড়াও ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে সরকারের লক্ষ্য সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জন্য পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা ও বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করা।

নগর উন্নয়ন এবং পৌরবিষয়ক দপ্তরের খাতে বাজেটে আমি যথাক্রমে ১,৩৯০.১০ কোটি ও ২,০৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৬.৭। আবাসন

দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী (BPL), অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণী (EWS), অনগ্রসর শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু জনসাধারণের জন্য সুলভে বাসস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে রাজ্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই অর্থবর্ষে 'গীতাঞ্জলি' এবং 'আমার ঠিকানা' প্রকল্পে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতে প্রায় ৩৪,০০০ গৃহনির্মাণ বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। মফস্বল এলাকাতে 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পের অর্ন্তগত ১,৩২৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই দুটি প্রকল্পের খাতে এই আর্থিক বছরে প্রায় ৫৭০ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা।

আগামী আর্থিক বছরে আবাসন দপ্তরের পরিকল্পনা খাতে আমি ৬৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৭। পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে ক্ষমতা প্রদান

৭.১। সংখ্যালঘু উন্নয়ন

আমাদের সরকার মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংখ্যালঘু জনসাধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপর বিশ্বাস রাখে।

গত বাজেটে আমি স্কুল এবং মাদ্রাসার ১০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রি-ম্যাট্রিক ও পোষ্টম্যাট্রিক বৃত্তি বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলাম। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এই অর্থবর্ষে ২৪ লাখ বৃত্তি সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদান করা হয়েছে, যা এক সর্বকালীন রেকর্ড।

এর সাথে যোগ করা যেতে পারে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরীব এবং দুঃস্থ ছাত্রীদের ১০০ টাকা প্রতি মাসে উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয়েছে এবং ১,০৫,৭২৬ জন ছাত্রী এই উৎসাহ ভাতার সুযোগ পেয়েছে। ১,৬০,০০২টি বাই-সাইকেল সংখ্যালঘু ছাত্রীদের বিতরণ করা হয়েছে।

এই বছর ইমাম এবং মোয়াজ্জেনদের কিছু আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজে, পালস্ পোলিও কর্মসূচী ইত্যাদিতে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের জন্য রাজারহাট নিউ টাউনে হিডকো-র থেকে ২০ একর জমি পেয়েছে। এই ক্যাম্পাস তৈরির জন্য ২৩৫.১৯ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে।

২০১১-১২ সালে, আমরা ১৬১টি সমাধিক্ষেত্রের প্রাচীর নির্মাণ করতে পেরেছি এবং এই বছর (২০১২-১৩) আমরা ৪২৯টি সমাধিক্ষেত্রে প্রাচীর নির্মাণের জন্য সবমিলিয়ে ৩৩.২০ কোটি টাকা ব্যয় করেছি।

২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে আমি সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের খাতে ৮৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৭.২। অনগ্রসর শ্রেণীকল্যাণ

ডিসেম্বর, ২০১২ অবধি এই সরকার ৭,৬০,০০০ তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের পোষ্টমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করেছে। একই

ভাবে এই সরকার ১,১৬,০০০ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করেছে।

৩১শে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার দ্বারা ৬,৯৮,৩৩২ টি Caste Certificate প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের ৩৫টি মহকুমায় Online-এর মাধ্যমে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে।

এই সরকার রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির কর্মসূচী- Computer Course, JEE, IAS ও WBCS পরীক্ষার জন্য কোচিং-এর মাধ্যমে চালু করেছে। এছাড়া, শ্রমজীবিদের জন্য 'New Age Security Guard Training' এবং প্লাস্টিক টেকনোলজির (Plastic Technology) জন্য প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। হসপিটালিটি এবং রিটেল এর মত নতুন ক্ষেত্রগুলির জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতএব, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে আমি অনগ্রসর শ্রেণীকল্যাণ দপ্তরের খাতে ৫২৩.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৭.৩। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনের সুবিধার্থে ১৩টি ট্রেনিং-কাম-মার্কেটিং কমপ্লেক্স তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই ধরনের পরিকল্পনা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এবং এর সঙ্গে যুক্ত গ্রামাঞ্চলের মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান করবে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূর্বতন বি.এস.কে.পি. প্রকল্পটির নতুনভাবে নামকরণ করা হয়েছে, কারণ স্বামীজি

সব সময় স্বনির্ভরতার কথা বলতেন। এই সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬২,২৪৭টি প্রতিষ্ঠান এই সুযোগ পেয়েছে এবং এর জন্য মোট ২৩৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

অতএব, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে আমি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের খাতে ২৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৮। উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবন উন্নয়ন

৮.১। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ৩৬১টি প্রকল্পের মধ্যে প্রায় ৩০০ টি প্রকল্প এর মধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর শাখা সচিবালয় (Chief Minister's Branch Secretariat) তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে সেটি জানুয়ারী ২০১৪-র মধ্যে শেষ হবে।

ধূপগুড়িতে একটি মহিলা কলেজ, বানারহাটে হিন্দি কলেজ এবং ঘোকসাডাঙ্গা, নিশিগঞ্জ, চোপড়া, মানিকচক এবং কুমারগঞ্জে কলেজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

৬টি জায়গায় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় স্টেডিয়াম তৈরির কাজ জুন ২০১৪-এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার জন্য একটি বিকল্প রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে।

আগামী অর্থবর্ষে আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ২৪০ কোটি টাকা পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব রাখছি।

৮.২। সুন্দরবন উন্নয়ন

২০১২-১৩ অর্থবর্ষে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে ৮৯.৯৪ কিলোমিটার ইঁটের রাস্তা, ২৮টি জেটি, ৬টি R.C.C ব্রীজ, ২০টি কালভার্ট ও স্লুইস গেট এবং দুটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। গীতাঞ্জলি স্কীমের অন্তর্গত ৩,০৯০টি বাসগৃহ নির্মাণের কাজ চলতি অর্থবর্ষেই শুরু হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও হাই-মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মোট ১১,৯১২টি বাই-সাইকেল দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্যুৎহীন মৌজাগুলিতে দ্রুত বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দেওয়ার কাজও এবছর হাতে নেওয়া হয়েছে। সাগর ব্লকে গ্রীড পাওয়ার সম্প্রসারণের কাজও প্রায় শেষের পথে।

সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর খাতে বাজেটে আমি ২৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

৯.। শিল্প ঃ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ

৯.১। অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে হস্তচালিত তাঁতের পুর্নগঠনের জন্য চলতি অর্থবর্ষে ৪২ কোটি টাকা খরচ করেছে।

ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে ৩২টি ক্লাস্টার (শিল্পগুচ্ছ) বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। ইন্টিগ্রেটেড হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে ৩৯টি হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এবং ৮৩টি গ্রুপ এ্যাপ্রোচ প্রজেক্ট বর্তমানে কাজ করে চলেছে। ৮টি নতুন গ্রুপ এ্যাপ্রোচ প্রজেক্ট বর্তমান অর্থবর্ষে কাজ শুরু করেছে।

ন্যাচারাল ফাইবার মিশন ও কমপ্রিহেনসিভ হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের রূপায়ণ এবং গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ হাট তৈরি করা শুরু হয়েছে, ২০১২-১৩ সালে, পশ্চিমবঙ্গের ১১টি পিছিয়ে পড়া জেলায়।

হস্তশিল্পী ও গ্রামীণ কারিগরদের জন্য 'আর্টিজান ক্রেডিট কার্ড' এবং তাঁতিদের জন্য 'উইভার্স ক্রেডিট কার্ড' দেওয়া হচ্ছে। কারিগর ও তাঁতিদের উৎপাদিত বস্তু বিক্রয়ের সহায়তা দেওয়ার জন্য জেলা হাট নির্মাণ করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ ও টেক্সটাইল দপ্তরের জন্য পরবর্তী আর্থিক বছরে ৩২৬.২০ কোটি টাকা পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দের আমি প্রস্তাব করছি।

৯.২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, বর্তমান রাজ্য সরকার ২০১১-এর মে-তে কাজ শুরু করার পরই শিল্প সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ সংশোধন করে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বসীমার বাইরে থাকা জমি বন্টনের জন্য একটি 'এক জানলা' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৭টি নতুন প্রকল্প এই সংশোধিত আইনে ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র পেয়েছে। শিল্পের উন্নয়ন ও লগ্নির জন্য একটি নতুন নীতি হাতে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার ২০১১-র মে মাস থেকে এ পর্যন্ত ২৫৭টি ইউনিটের জন্য ১,১২,৭৬৯.৩৬ কোটি টাকার লগ্নির প্রস্তাব পেয়েছে।

হলদিয়াতে দ্বিতীয় PET Resin Plant গত অক্টোবরের ২০১২-তে উদ্বোধন করা হয় যেখানে লগ্নির পরিমাণ ৪৩০ কোটি টাকা। হলদিয়ায় ১৬৫ কোটির এডিবল অয়েল কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন এবং বাংলার একটি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে ১০০ কোটি টাকার লগ্নিতে একটি মালপত্র পরিবহণ সংক্রান্ত Infra-Logistic ইউনিটের উদ্বোধন হয়েছে ২০১২-তে।

হাওড়া ও হুগলিতে দুটি সিমেন্ট উৎপাদন কারখানায় ৫৫০ কোটি টাকার লগ্নি করার পরিকল্পনা হয়েছে।

বাংলার একটি বৃহৎ উৎপাদন কোম্পানী ৬০০ কোটি টাকার লগ্নি শুরু করেছে খড়গপুরে বিদ্যাসাগর-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে, যেখানেপ্রায় ৫,০০০ মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভবনা আছে। সমগ্র পূর্ব ভারতে প্রথম সেরামিক টাইল নির্মাণের কারখানা পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে, এক বিখ্যাত বিদেশী লগ্নিকারক শুরু করতে চলেছেন, যেখানে লগ্নির পরিমাণপ্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। হাওড়ারপাঁচলায় একটি প্যাকেজড ফুড উৎপাদন কেন্দ্র বাংলার এক আন্তর্জাতিক কোম্পানী দ্বারা চালু হতে চলেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার ও পার্কে ৪৩০টি শিল্প সংস্থাকেপ্রায় ১,৬২৬ একর জমি বন্টন করেছে। বোলপুর শিল্প নিকেতনে বিশ্ব হাট ও বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার নির্মিত হচ্ছে।

কুচবিহার গ্রোথ সেন্টারে ৩৫ একর জমিতে একটি জুট পার্ক তৈরি হতে চলেছে।

আমি আগামী অর্থবর্ষে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের খাতে ৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দেরপ্রস্তাব করছি।

১০। পরিষেবা ক্ষেত্র

১০.১। পর্যটন

পর্যটন পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ৩,৭০০ কোটি টাকার প্রস্তাব নিয়ে PPP মডেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চিতভাবে এগিয়ে গেছে। নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, ডুয়ার্সের গাজলডোবা প্রকল্প প্রথম দফায় এককভাবেই ১,৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ নিয়ে আসবে। এই প্রকল্প হবে আমাদের রাজ্যের অন্যতম প্রতীক।

সুন্দরবনের ঝড়খালিতে ৯০ একর জমি, সাইলি চা পর্যটন প্রকল্প ইত্যাদি পি.পি.পি. মডেলের জন্য তৈরী হয়েই আছে। দীঘা-তাজপুর-মন্দারমনি ও উদয়পুরে সৈকত পর্যটন অঞ্চলের প্রকল্প এবং আরও অনেকগুলি সৈকত পর্যটন প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা জায়ান্ট হুইলের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অনেক দরখাস্ত এসেছে। গঙ্গার পাড় সাজানোর প্রথম পদক্ষেপ প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছে।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রতি দৃষ্টি রেখেই গ্রামীণ পর্যটন বর্তমানে সঠিক জায়গায় স্থান পেয়েছে।

নদীবক্ষে ভ্রমণের জন্য দশটি স্থান জেটি তৈরির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। কপিল মুনির আশ্রমের উপর দৃষ্টি দিয়ে গঙ্গাসাগরকে পর্যটনস্থল হিসাবে গড়ে তোলা হবে। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির ও খানগাজী মসজিদ দরগার উন্নয়ণে আড়াই কোটিরও বেশি টাকার কাজ চলছে।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পর্যটন মেলায় গর্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ থিম রাজ্য হিসেবে। ইতিহাসে এই প্রথম, এক সপ্তাহ আগে,

আই টিবি বার্লিনে পৃথিবীর বৃহত্তম পর্যটন মেলায়, রাজ্য তার নিজের মঞ্চ তৈরি করেছে।

২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে আমি পর্যটন দপ্তরের জন্য ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০.২। তথ্যপ্রযুক্তি

দূর্গাপুর এবং শিলিগুড়িতে Phase-II এ I.T. হাব গড়ার উদ্দেশ্যে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। রাজারহাট এবং বরজোড়ায় I.T. Hub গড়ার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ওয়াক অর্ডার দেওয়া হবে।

আমাদের লক্ষ্য কলকাতার উপর অতিরিক্ত নজর না দিয়ে মাঝারি ও ছোট শহরগুলিতেও যাওয়া। আমরা আশা করি যে ২০১৩ সালের জুন মাসের মধ্যে বানতলা, পুরুলিয়া, আসানসোল এবং খড়গপুর I.T. হাবগুলির জন্য ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা যাবে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে বোলপুর, কল্যাণী, হলদিয়া এবং বর্ধমানে I.T. হাব গড়ার ওয়ার্ক অর্ডারগুলি দেওয়া যাবে।

২টি ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনের গুচ্ছ প্রকল্প নৈহাটিতে ৭০ একর এবং ফলতাতে ৪২ একর জমির উপর শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ I.T. কোম্পানি রাজারহাটে তাদের নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন যেখানে ১৬,৫০০ পেশাদার I.T. কর্মীর কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

আগামী আর্থিক বছরে আমি তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের খাতে ১১৩.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

১১। কর নীতির গভীরতর সংস্কার

১১.১। মাননীয় সদস্যগণ, গত বছরের বাজেটে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির ফলাফল অতিশয় স্পষ্ট এবং এর পেছনে এই সরকারের সততা পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত। এর ফলে রাজ্যের রাজস্বের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। আমাদের আগেকার বক্তব্য অনুযায়ী রেকর্ড রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে।

১১.২। আমি এখন আগামী আর্থিক বছরের জন্য প্রধান কয়েকটি কর প্রস্তাব পেশ করতে চাই।

১১.৩। মাননীয় সদস্যগণ, রপ্তানীকে উৎসাহ দিতে কর- ফেরতের সুযোগ সরল করা হয়েছে। ECS ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইনে কর-ফেরতের ব্যবস্থা করদাতাদের হয়রানি এবং অফিসে দুর্নীতি অনেকটাই কমিয়েছে। এখন আমি ব্যবসায়ীদের অতীতের কর ফেরতের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে, একটি 'সততা স্টার স্টেটাস' এর মাধ্যমে, দ্রুত refund প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

১১.৪। মাননীয় সদস্যগণ, আমি ভ্যাট ও কেন্দ্রীয় বিক্রয় করে রুটিনমাফিক কর-নির্দ্ধারণের কাজ পুরোপুরি বন্ধ করার প্রস্তাব রাখছি। খাতাপত্র দেখে কর-নির্দ্ধারণ করার সংস্থান থাকবে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেখানে ব্যবসায়ী রির্টান দাখিল করবেন না বা কর ফাঁকি দেবেন। এই সংশোধনীর যথেষ্ট প্রভাব থাকবে এবং এর মাধ্যমে কর-নির্দ্ধারণে স্বচ্ছতা আসবে। সম্ভবতঃ, পশ্চিমবঙ্গই দেশের একমাত্র রাজ্য, যেখানে কর-নির্দ্ধারণের চালু পদ্ধতি তুলে দেওয়া হলো।

১১.৫। মাননীয় সদস্যগণ, যেখানে একজন ব্যবসায়ীর কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইনে বাধ্যতামূলক ভাবে কর-নির্দ্ধারণ হয়, সেখানে আবার ২০০৩ সালের

ভ্যাট আইনেও বাধ্যতামূলক ভাবে কর-নির্দ্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আমি প্রস্তাব রাখছি যে এই সব ক্ষেত্রে ভ্যাট আইনে কর-নির্দ্ধারণ করা যাবে না। এতে বহু ব্যবসায়ীর হয়রানি দূর হবে।

১১.৬। মাননীয় সদস্যগণ, সারা দেশে আমরাই প্রথম রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার পদ্ধতিতে সরলীকরণ করেছিলাম ই-রেজিষ্ট্রেশন এবং অন-লাইন ডিমেটেরিয়ালাইজড্ রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরীর মাধ্যমে। আমি এখন ডিলারদের জন্য একটি ‘তাৎক্ষনিক’ রেজিষ্ট্রেশনের প্রস্তাব করছি।

১১.৭। মাননীয় সদস্যগণ, বর্তমানে ওর্য়াকস - কন্ট্রাকটর বা ব্যবসায়ী যারা করপ্রদানের কম্পোজিসন (Composition) প্রকল্পের অধীনে আছেন, তাদের ক্রয়কর (Purchase Tax) দিতে হয়। আমি প্রস্তাব রাখছি যে এই ধরনের ছোট ব্যবসায়ী বা ওয়ার্কস কন্ট্রাকটার, যাদের বাৎসরিক বিক্রীর পরিমান ৫০ লক্ষ টাকার নীচে, কেনা পণ্যের উপর তাদের আর ক্রয়কর দিতে হবে না। আমি নিশ্চিত যে এই ব্যবস্থায় বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উপকৃত হবেন।

১১.৮। মাননীয় সদস্যগণ, অসংগঠিত ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ীদের একটি বিশাল সমাজ আছে। এদের অনেকেই ব্যবসার স্থানের উপর অধিকারের যথাযথ নথিপত্র ছাড়াই ব্যবসা করতে বাধ্য হন। বাংলার অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য আমি সামান্য নথিপত্রের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার একটি সহজ পদ্ধতির প্রস্তাব রাখছি। এর থেকেই ‘মা-মাটি-মানুষের’ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

১১.৯। মাননীয় সদস্যগণ, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (Input Tax Credit) পদ্ধতি ভ্যাট আইনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু অনেক ব্যবসায়ীর ইনপুট

ট্যাক্স ক্রেডিটের দাবীকে অগ্রাহ্য করা হয় স্টক রেজিস্টার যথাযথভাবে না রাখার কারণে। আমি প্রস্তাব রাখছি যে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের সুবিধা নেওয়ার জন্য, স্টক রেজিষ্টার রাখার কোন প্রয়োজন হবে না। আমরা এই বড় ধরনের ঝুঁকিটা নিচ্ছি, কিন্তু এই সরকার বাংলার ভাইবোনেদের উপরই বিশ্বাস রাখে। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁরাও এই বিশ্বাসকে মর্যাদা দেবেন।

১১.১০। মাননীয় সদস্যগণ, ৩ কোটি টাকা পর্য্যন্ত যাদের বাৎসরিক বিক্রীর পরিমাণ, এমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের জন্য আমরা একটি স্ব-নিরীক্ষার (Self Audit) ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি এখন এই স্ব-নিরীক্ষা (Self Audit) ব্যবস্থার উর্দ্ধসীমাকে ৩ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখছি। আমি নিশ্চিত যে এই ব্যবস্থা আরও অনেক ব্যবসায়ীর আইন মেনে চলার খরচ কমাবে।

১১.১১। মাননীয় সদস্যগণ, বৃত্তিকর (Profession Tax) একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বের উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আমি বৃত্তিকরের আইন ও প্রয়োগ প্রণালীর মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখছি। প্রথমত, আমি বাধ্যতামূলক কর নির্দ্ধারণ (assessment) পদ্ধতি রদ করার প্রস্তাব করছি। দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত রেজিস্টার্ড এমপ্লয়ার্স সময় মত বৃত্তিকর জমা দেননি, তাদের ক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় amnesty প্রকল্পেরও প্রস্তাব রাখছি।

১১.১২। মাননীয় সদস্যগণ, পশ্চিমবঙ্গের চা বাগানগুলিকে ১৯৭৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও উৎপাদন আইনের (W. B. Rural Employment and Production Act 1976) অধীনে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেস্ এবং ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইনের (W. B. Primary Education Act 1973) অধীনে শিক্ষা সেস্

(Education Cess) দেওয়া থেকে, ১.৪.২০১২ থেকে ৩১.৩.২০১৩ সময়ের জন্য অব্যহতি দেওয়া হয়েছিল। আমি এই সেস প্রদানের সময় বৃদ্ধি করে ৩১.৩.২০১৪ পর্য্যন্ত করার প্রস্তাব রাখছি। অব্যহতি দেওয়ায় আমি আশাবাদী যে এই সুবিধা রাজ্যের চা-শিল্পকে উঠে দাঁড়াতে অনেকখানি সাহায্য করবে এবং মালিকেরাও এই সুযোগের কিছু অংশ শ্রমিক ভাইবোনদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। আমরা এ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখবো এবং এই কর-ছাড়ের সুবিধা থেকে শ্রমিকগণ কিভাবে উপকৃত হয়েছেন, বছরের শেষে তার মূল্যায়ন করবো।

১১.১৩। মাননীয় সদস্যগণ, শিল্প-উন্নয়ণ সহায়তা প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এই আর্থিক সহায়তা প্রকল্প ৩১.৩.২০১৩-তে শেষ হবে। রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গী মনে রেখে, আমি আনন্দের সঙ্গে এই সহায়তা প্রকল্পের সুযোগ আরও একবছর বৃদ্ধি করে ৩১.৩.২০১৪ পর্য্যন্ত করার প্রস্তাব রাখছি।

১২। কর প্রস্তাব

এই 'পরিবর্তনে'র সরকারের সামনে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের চাপিয়ে দেওয়া আর্থিক দায়ভার এখন এই সরকারের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এই সরকারকে একটি বিপুল ঋণের বোঝা বহন করতে হচ্ছে যার ফলে এবছর ২৫,০০০ কোটি টাকার উপর সুদ সমেত ফেরত দিতে হয়েছে। তবুও, সার্বিক পরিকাঠামোকে, যার নিদারুণ অবক্ষয় হয়েছে, সঠিক দিশায় আমাদের নিয়ে আসতে হবে। এছাড়াও আমাদের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ SC/ST/OBC সংখ্যালঘু ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর যারা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন তাদেরকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা।

এবছর আমরা সরকারী কর্মচারীদের বেতন, পেনশন, ইত্যাদি, যার পরিমাণ প্রায় ৪২,০০০ কোটি টাকা, তাও যথাসময়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

এই ধরনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমাদের সরকার অনেকগুলি রাজস্ব-সংক্রান্ত সংশোধন করেছে। এই সমস্ত সংশোধন আমাদের রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেকটাই স্বস্তিদায়ক হয়েছে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, বাংলার GDP যথেষ্ট বেড়েছে, তাই-রাজ্যের বাণিজ্যক্ষেত্র যথেষ্ট লাভবান হয়েছে। বাংলায় নবজাগরণ আনতে হলে আমাদের এই লাভের কিছুটা অংশ শেষমেষ সকলের উন্নতির জন্য ভাগ করে নিতে হবে।

অনেক রাজ্যই তামাকজাত বিভিন্ন দ্রব্য ও সিগারেট স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে এগুলির উপর করের হার অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি করেছে। আমাদের কাছে এটি চিন্তার কারণ, তাই আমি এ-সমস্ত দ্রব্যের উপর ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দিচ্ছি।

ভারতের মধ্যে ২১টি রাজ্য তাদের ৪ থেকে ৫ শতাংশের যে নিম্নহারের VAT, বেশ কয়েক বছর আগেই যেটি ৫ শতাংশ করেছেন। আমি এখন প্রস্তাব করছি আমাদের ৪ শতাংশ নিম্ন হারের 'VAT' (ভ্যাট) ৫ শতাংশ করার। এর থেকে যে উদ্বৃত্ত রাজস্ব আদায় হবে তার সাহায্যে আমরা এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রিয় ভাই বোনেদের নিজের পায়ে গর্বের সঙ্গে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারবো এবং একইসঙ্গে বাণিজ্যমহলও বিশেষভাবে উপকৃত হবে—যেহেতু এর প্রভাব পড়বে সামগ্রিক অর্থনীতিতে।

একটি যথোপযুক্ত সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব রাজ্য যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং গুজরাট, যারা শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে এগিয়ে আছে তাদের উচ্চতম ভ্যাটের হার ১৪.৫ অথবা ১৫ শতাংশ। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, যদি কোন রাজ্যে নিশ্চিন্তে ব্যবসা করা যায়,

সেই পরিবেশই পুঁজি ও নতুন-নতুন ব্যবসাকে আনতে সহায়ক হয়। 'কর' কাঠামোর যুগান্তকারী সংশোধনের মাধ্যমে e-Governance চালু হওয়ার ফলে ব্যবসায়ীদের 'Transaction Cost' যথেষ্ট কম হয়েছে, যার ফলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার লাভ যথেষ্ট বাড়াতে পেরেছেন। আমি প্রস্তাব করছি 'ভ্যাট' এর উচ্চহারের ১ শতাংশ বৃদ্ধি। এর ফলে যে উদ্বৃত্ত রাজস্ব আদায় হবে তা দিয়ে আমরা সার্বিক পরিকাঠামো তৈরী করতে পারবো। Keynesian Multiplier এর তত্ত্ব অনুযায়ী, এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট উপকৃত হবে। সাধারণ মানুষও উন্নত পরিকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবার সুযোগ পাবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত আর্থিক বছরে আমরা বেতন ও মজুরির ক্ষেত্রে 'বৃত্তি করের' ছাড়ের সীমা মাসিক ৩,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫,০০০ টাকা করেছিলাম। এবছর আমি সেই সীমা আরও বাড়িয়ে ৭,০০০ টাকা করার প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে অতিরিক্ত রাজস্ব এরফলে সংগ্রহ করা হবে তা'পরবর্তী আর্থিক বছরে পরিকল্পনা খাতে ও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা করা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

এবার আমি সংক্ষেপে সেই সমস্ত প্রকল্পের কয়েকটির কথা বলবো।

১৩। নতুন কিছু উদ্যোগ

৬ই মার্চ, ২০১৩ তে মন্ত্রীসভার বৈঠকে (Cabinet) সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে ২টি, বিল আকারে এই মহান সভায় উপস্থাপন করা হবে।

১৩.১। কন্যাশ্রী

আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ১৮ বছরের নীচে অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য উৎসাহভাতা প্রদানের প্রকল্পটির নামকরণ করা হয়েছে 'কন্যাশ্রী'। এর লক্ষ্য বাল্যবিবাহ, নারী পাচার এবং স্কুলছুট রোধ করা। এর আরও লক্ষ্য হচ্ছে অল্পবয়সে গর্ভধারণ রোধ করে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ।

এই প্রকল্পটি ১৩-১৮ বছর বয়স্ক অবিবাহিত মেয়েদের উদ্দেশ্যে, যাদের পারিবারিক বার্ষিক আয় ৫০,০০০ টাকার কম, তারা প্রথাগত অথবা মুক্ত বিদ্যালয়ে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পঠনের জন্য বছরে ৫০০ টাকা করে বৃত্তি পাবে। এছাড়া ১৮ বছর বয়স অতিক্রান্ত হলে তারা এককালীন ২৫,০০০ টাকা উৎসাহভাতা পাবে যদি তারা প্রথাগত অথবা মুক্ত বিদ্যালয় অথবা স্বীকৃত বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোর্সে পড়াশোনা করছে। এই প্রকল্পের খাতে বার্ষিক ৭৫০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করা যায়।

১৩.২। লোক পরিষেবা অধিকার বিল

সম্প্রতি মন্ত্রীসভা (Cabinet), 'পশ্চিমবঙ্গ লোক পরিষেবা অধিকার বিল, ২০১৩' বিধানসভায় পেশ করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে উন্নত লোক পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকদের চাহিদা পূরণ হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, লোক পরিষেবা প্রদানকারী পরিষেবা না দিতে পারলে, জরিমানা দেওয়ার এই ব্যবস্থা, দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করবে। এর লক্ষ্য সময়সীমার মধ্যে লোক পরিষেবা প্রদান করা।

১৩.৩। উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ

সম্প্রতি মন্ত্রীসভা (Cabinet), 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার এডুকেশন

ইন্সটিটিউশন্স (রিজার্ভেশন ইন অ্যাডমিশন) বিল, ২০১৩', [West Bengal Higher Education Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2013] অনুমোদন করেছে। এই বিলের মাধ্যমে সামাজিক এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর অর্থাৎ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (OBC) ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত সুযোগ পাবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণ, তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের আসনগুলি কোনভাবে পরিবর্তিত না করেই, এই বিলের মাধ্যমে অন্যান্য অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু হবে।

১৪। যুব উৎসাহ প্রকল্প

বহু বছরের আর্থিক অধঃপতনের ফলে বাংলার ভাই-বোনেরা গভীর সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এবং হন্যে হয়ে চাকুরী খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পেট্রল, ডিজেল এবং এল.পি.জি.-র (LPG) মূল্যের বৃদ্ধির ফলে যে ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, তার জন্য তারা আরও আর্থিক দূরাবস্থায় পড়েছে।

এই সব বেকার যুবক-যুবতীদের জীবন-সংগ্রাম এবং নৈরাশ্যের কথা মাথায় রেখে, গতবছর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একটি এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের (Employment Bank) স্থাপনা করেছিলেন তাদের চাকুরী খোঁজার প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে। তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন এই সকল চাকুরীবিহীন যুবক-যুবতীদের আরও সাহায্য প্রদান করতে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর এই গভীর উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে, আমি আনন্দের সাথে 'যুব উৎসাহ প্রকল্প' নামক একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছি যা চাকুরীবিহীন যুবক-যুবতীদের একটি ছোট আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ, ১৮-৪৫ বছরের যুবক-যুবতী, যারা এমপ্লয়মেন্ট

ব্যাঙ্কে (Employment Bank) নথীভুক্ত হয়েছেন তারা এই প্রকল্পের আওতায় মাসে ১,৫০০ টাকা ভাতা পাবেন। এই প্রকল্পের আওতায় এক লক্ষ যুবক-যুবতীকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

যখন এই সকল ভাই-বোনেরা চাকুরী পাবেন, তখন এই প্রকল্পের আওতায় তাদের জন্য নির্দ্ধারিত আর্থিক সহায়তা, অন্য নথীভুক্ত ভাই-বোনেদের প্রদান করার জন্য বিবেচিত হবে।

১৫। উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং এই মহান বিধানসভা কক্ষের মাননীয় সভ্যগণ, আমি এই রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে ব্যয় বরাদ্দের জন্য ২৬,৬৭৪ কোটি টাকারপ্রস্তাব রাখছি। গত বছরের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ১৪.১৩ % যা সত্যিই বেশ বড় অংকের।

পুনরায়, আরও সম্পদ সৃষ্টির জন্য আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। আমরা 'নিজস্ব কর' আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা ২২.৭৭% ধার্য্য করেছি।

পরবর্তী বছরে রাজস্ব ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ কোটি টাকা।

গত বছর আমি এই রাজ্যে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ কর্ম সৃষ্টির লক্ষ্য মাত্রার কথা ঘোষণা করেছিলাম। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে ২০১২ সালের এপ্রিল এবং জানুয়ারী, ২০১৩-র মধ্যে সময়ে নতুন কর্ম সৃষ্টি হয়েছে ১০,২৪,৫২১ যা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করতে পেরেছে। মার্চ মাসের শেষে এই সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই সরকারের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। আমি তাই ২০১৩-১৪ বছরের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্য মাত্রা ১৩,১৪,০০০ ধার্য করছি।

বাংলার এই অভূতপূর্ব উত্তরণ আজ সম্ভবপর হয়েছে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দীপ্ত ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য। তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমি এখন শেষ করতে চাই স্বামী বিবেকানন্দের এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদায়ক কিছু সুন্দর উপদেশমূলক বক্তব্য দিয়ে-

"আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা
করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই হল
আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।"

..................*স্বামী বিবেকানন্দ*

"আমরা চলি সমুখপানে,
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

..................*কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

আর্থিক বিবরণী, ২০১৩-২০১৪

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০১৩-২০১৪

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১১-২০১২	বাজেট, ২০১২-২০১৩	সংশোধিত, ২০১২-২০১৩	বাজেট, ২০১৩-২০১৪
আদায়				
১। প্রারম্ভিক তহবিল	১৬৯.২৪	(-)৩.০০	(-)৭৯১.৪৯	(-)২.০০
২। রাজস্ব আদায়	৫৮৭৫৫.০৪	৭৬৭৪৩.৩৮	৭২০৫৪.২২	৮৮৪০৩.২৮
৩। ঋণখাতে আদায়				
(১) সরকারী ঋণ	৪৫১৬০.১৫	৪১৫৪২.৭৩	৪৪৯১৪.৯৪	৪৮৮৪৫.৫৪
(২) ঋণ	৭৮.১৭	৫৩.৬০	১৪৮.৩০	১৬১.২৭
৪। আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	২৩২৫০৬.৪০	২১০১৩১.৫৩	১৯৮২২৯.২৭	২০৬৩২২.৬৬
মোট	**৩৩৬৬৬৯.০০**	**৩২৮৪৬৮.২৪**	**৩১৪৫৫৫.২৪**	**৩৪৩৭৩০.৭৫**
ব্যয়				
৫। রাজস্বখাতে ব্যয়	৭৩৩২৬.৩৭	৮৩৭১৯.৩৯	৮৫৩৬২.৩২	৯১৮৯১.৭৭
৬। মূলধনখাতে ব্যয়	২৭৬৩.৭৫	৮২৮০.৮৭	৬৪৩৫.৪৩	৯৩১৮.৫৯
৭। ঋণখাতে ব্যয়				
(১) সরকারী ঋণ	২৭৯০৪.২৯	২২৪৫২.২৫	২৭৩৮৫.৬৪	২৮৮২৬.৮২
(২) ঋণ	৪৪৭.৯৭	৭১৬.০১	১৩১৬.১৩	৭৬৮.৪৬
৮। আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	২৩৩০১৮.১১	২১৩৩০৪.৭২	১৯৪০৫৭.৭২	২১২৯৩৩.১১
৯। সমাপ্তি তহবিল	(-)৭৯১.৪৯	(-)৫.০০	(-)২.০০	(-)৮.০০
মোট	**৩৩৬৬৬৯.০০**	**৩২৮৪৬৮.২৪**	**৩১৪৫৫৫.২৪**	**৩৪৩৭৩০.৭৫**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১১-২০১২	বাজেট, ২০১২-২০১৩	সংশোধিত, ২০১২-২০১৩	বাজেট, ২০১৩-২০১৪
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (-)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)১৪৫৭১.৩৩	(-)৬৯৭৬.০১	(-)১৩৩০৮.১০	(-)৩৪৮৮.৪৯
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	১৩৬১০.৬০	৬৯৭৪.০১	১৪০৯৭.৫৯	৩৪৮২.৪৯
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)৯৬০.৭৩	(-)২.০০	৭৮৯.৪৯	(-)৬.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)৭৯১.৪৯	(-)৫.০০	(-)২.০০	(-)৮.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/অতিরিক্ত বরাদ্দ/ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(চ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ /অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	..	(-)৮২.০০	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	(-)১২২.০০	..	..
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	..	২০০.০০	..	..
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)১৪৫৭১.৩৩	(-)৬৮৫৮.০১	(-)১৩৩০৮.১০	(-)৩৪৮৮.৪৯
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)৭৯১.৪৯	(-)৯.০০	(-)২.০০	(-)৮.০০